চুয়াডাঙ্গার মুন্সীপুর সীমান্তে অবৈধ রুপার গয়না উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার ভারত সীমান্তবর্তী দামুড়হুদা উপজেলার মুন্সীপুর গ্রামে চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১০ কজি ওজনের অবৈধ রপার গয়না উদ্ধার করেছে ৬ বিজিবি।

গতকাল বুধবার রাত পৌনে ৯টার দিকে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে.কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান পিএসসি মেইলে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তীর মাধ্যমে গণমাধ্যম কর্মীদের জানান। তারই নির্দেশনায় মুন্সীপুর কোম্পানী কমান্ডার নায়েব সুবেদার তাপস কুমার ঘোষসহ একদল বিজিবি সদস্য সীমান্তের খুঁটির ৯২/১০-আর হতে আনুমানিক ২শ গজ বাংলাদেশের অভ্যান্তরে মুন্সীপুর সরদার পাড়ার কিতাব মল্লিকের ছেলে কিতার মল্লিকের (৬০) বসত বাড়ীত অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় কিতাব মল্লিক বিজিবির উপস্থতি টের পেয়ে পালিয়ে যায়। বিজিবি সদস্যরা বসত বাড়ী তল্লাশী করে ব্যবহৃত টিউবওয়লের ড্রেনের ভেতর থেকে স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো ৮টি প্যাকেটে উদ্ধার করে। ওই প্যাকেট গুলো জনসম্মুখে খুলে সেখানে থাকা অবৈধ রুপার গয়না উদ্ধার করে জব্দ করা হয়।

এ ব্যাপার নায়েব সুবেদার তাপস কুমার ঘাষ বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা করেছেন। উদ্ধার করা অবৈধ রুপা গুলো পরীক্ষা শেষে চুয়াডাঙ্গা ট্রজারী অফিসে জমা করা হবে বলে তিনি জানান।

চুয়াডাঙ্গায় বিজিবির অভিযানে ৪৫টি ভারতীয় অবৈধ মোবাইল ফোন

উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গায় ৬ বিজিবি যৌথ অভিযান চালিয়ে বড়বাজারের একটি ফ্লাক্সিলোডের দোকান থেকে ৪৫টি ভারতীয় অবৈধ মাবাইল ফোন উদ্ধার করেছে।

আজ শুক্রবার (২৩ আগস্ট) সকাল ১১টায় এ অবৈধ মোবাইল ফোন সেট গুলো উদ্ধার করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে.কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান পিএসসি গতকাল বিকাল ৩টার দিকে মেইলে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তীর মাধ্যমে সংবাদকর্মীদের জানান, চুয়াডাঙ্গা শ্যাকরাতলা পাড়ার মরহুম আনোয়ার হোসনের ছেলে ফ্লাক্সিলোডের দোকানদার রাশেদ ভারত থেকে অবৈধভাবে মোবাইল ফোন সেট গুলো চোরাই পথে নিয়ে আসে। গোপনে তার প্রতিষ্ঠানে যৌথ অভিযান করার আগেই রাশেদ পালিয়ে যায়। ওই দোকান থেকে উদ্ধার করা হয় ৪৫ টি দামি মোবাইল ফোন সেটগুলো জব্দ করে চুয়াডাঙ্গার সদর থানায় জমা দিয়ে পলাতক রাশেদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে বিজিবি।

দর্শনার ঠাকুরপুর সীমান্তে অবৈধ রুপা ও ১টি মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে বিজিবি

চুয়াডাঙ্গার ভারত সীমান্তবর্তী দামুড়হুদা উপজেলার ঠাকুরপুর গ্রামে চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৬ কেজি ৩০০ গ্রাম ওজনের অবৈধ রুপা ও ১টি মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে ৬ বিজিবি।

গতকাল শনিবার সকাল ১০টার দিক চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে.কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান পিএসসি মেইলে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তীর মাধ্যমে গণমাধ্যম কর্মীদের জানান।

তারই নির্দশনায় ঠাকুরপুর বিওপি টহল কমান্ডার হাবিলদার শওকত আলীসহ একদল বিজিবি সদস্য সীমান্ত খুঁটির ৮৯ হতে আনুমানিক দেড় কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যান্তরে ঠাকুরপুর কদমতলা বাজার মোড়ে অবস্থান নেয়। এদিন সকাল পৌনে ৭টার দিকে সেখান থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তিকে সীমান্তবর্তী কার্পাসডাঙ্গার দিকে মোটরসাইকেল চালিয়ে যেতে দেখে। তাকে দাঁড় করাতে গেলে সে পালিয়ে যায়। এরপর জনসাধারণের সামনে বিজিবি সদস্যরা ফেলে যাওয়া মোটরসাইকেলে ঝোলানো একটি প্লাস্টিকের ব্যাগ উদ্ধার করে। উদ্ধারকরা ব্যাগের ভেতর থেকে স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানা ১৬ কজি ৩০০ গ্রাম (১৩৯৭.৪৬ ভরি) ওজনর ভারতীয় চান্দি রুপাসহ চোরাকারবারীর ফেলে যাওয়া ১টি মোটরসাইকল জব্দ করা হয়।

এ ব্যাপারে হাবিলদার শওকত আলী বাদী হয় দর্শনা থানায় মামলা করেন। উদ্ধার করা ভারতীয় অবৈধ চান্দি রুপা গুলা পরীক্ষা শেষে চুয়াডাঙ্গা ট্রজারী অফিসে জমা করা হবে বলে তিনি জানান।

আলমডাঙ্গায় ফসলের খেতে নবজাতক বাঘডাশা; উদ্ধার করে বন বিভাগে

আলমডাঙ্গা উপজেলার টেক পাঁচলিয়া গ্রাম থেকে দুটি বাঘডাশা উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালে উপজেলার জামজামি ইউনিয়নের পাঁচলিয়ার মাঠ থেকে এই বাঘডাশা দুটি উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, সোমবার সকালে কয়েকজন চাষি মাঠে যাওয়ার সময় বাঘডাশা সাদৃশ্য ডোরাকাটা দুটি বাচ্চা দেখতে পান। পরে খবর পেয়ে আরও লোকজন এসে বাচ্চা দুটি উদ্ধার করেন। এদের মধ্যে দুটি বাচ্চাই তাদের মাকে হারিয়ে ফসলের মাঠের খোলা জায়গায় বের হয়ে আসে।

এদিকে গত কয়েক দিন রাতে পাঁচলিয়া গ্রামে অচেনা প্রাণীর আক্রমণের জখম হয়েছে তিন-চারটি ছাগল। ছাগল মালিকেরা বলেন, ‘রাতে ছাগলের

ছটফট শব্দ শুনে দৌড়ে ছাগলের ঘরে পৌঁছাতেই একটি অচেনা প্রাণী পালিয়ে যায়। এ সময় আমার একটি ছাগলের গলায় কামড়ানোর দাগ ও রক্ত দেখা যায়। গ্রামের আরও তিনজনের তিনটি ছাগলের একই অবস্থা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে এই বাঘডাশার আক্রমণেই ছাগলগুলো জখম হয়েছে।’

খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা বন বিভাগের কর্মকর্তা আতিয়ার রহমান ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বাঘডাশার দুটি বাচ্চা এলাকাবাসীর হাত থেকে উদ্ধার করে। পরে পাঁচলিয়া গ্রামের একটি জঙ্গলে বাঘডাশা দুটি বাচ্চা ছেড়ে দেওয়া হয়।

গাংনীর চাঞ্চল্যকর সুন্দরী বেগম হত্যা মামলার আসামি হাত পা বাঁধা অচেতন অবস্থায় উদ্ধার

গাংনী উপজেলার বামন্দীতে চাঞ্চল্যকর সুন্দরী খাতুন হত্যা মামলার এজাহার নামীয় আসামি জামিরুল(৪৫)কে হাত পা ও মুখ বাঁধা অচেতন অবস্থায় একটি বাগান থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

জামিরুল ইসলাম বামন্দীর চাঞ্চল্যকর সুন্দরী বেগম হত্যা মামলার এজাহার নামীয় দুই নম্বর আসামি ও কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার শিতলাইপাড়া গ্রামের আবু আফনের ছেলে।
তবে, জামিরুল ইসলামের দাবি মামলার বাদি রেজাউল হক তার ছেলে সিরাজ ও সিরাজের ছেলে ইলিয়াস হোসেনের দাবিকৃত তিন লাখ টাকা দিতে না পারায় তারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে।

জামিরুল ইসলাম বর্তমানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে সেখানেই কথা হয় এই প্রতিবেদকের। তবে রাত হওয়ায় অভিযুক্তদের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

জামিরুল জানান, ২০২০ সালের ২৮ মে গাংনীর বামন্দীতে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে আমার চাচী সুন্দরী বেগমের লাশ উদ্ধার করে

পুলিশ। আমার চাচাকেও আহতাবস্থায় উদ্ধার করে। ওই ঘটনায় আমার চাচীর মোবাইল ফোনের কল রেকর্ড ধরে পরের দিন ২৮ মে আমাকে আটক করেন ডিবি পুলিশ। হত্যাকান্ডের ঘটনায় বাড়ির মালিক রেজাউল হক বাদি হয়ে হত্যা মামলা দায়ের করেন। আমাকে ওই মামলায় দুই নম্বর আসামি করা হয়। এই মামলা থেকে বাঁচানোর জন্য তিন লাখ টাকা দাবি করে আসছেন বাদি রেজাউল হক। গত বুধবার (২৪ জুলাই) আমি মেহেরপুর কোর্টে হাজিরা দিয়ে বামন্দীতে আসি। বামন্দীতে একটি স্থানে আমার সাথে বাদি রেজাউল হক তার ছেলে সিরাজুল ইসলাম ও সিরাজুল ইসলামের ছেলে ইলিয়াস হোসেনের সাথে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায় আমাকে চা খেতে দেন তারা। চা পান করার ১৫/২০ মিনিটের মধ্যে আমি চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করি। আমার জ্ঞান থাকা অবস্থায় তারা কারেন্টের তার গলায় পেঁচিয়ে হত্যার চেষ্টা করেন। আমি মারা গেছি ভেবে একটি বাগানের মধ্যে হাত পা ও মুখ বেঁধে ফেলে রেখে যায়। তারপর আর কিছু বলতে পারবো না।

ফ্লাশব্যাক ২০২০ সাল :
২৮ মে সকালের দিকে গাংনীর বামন্দীতে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে সুন্দরী বেগম নামের এক নারীর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। একই ঘরের চৌকির ওপর থেকে সুন্দরী বেগমের স্বামী রুস্তম আলীকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তাদের উদ্ধারের পর ক্লুলেস এই হত্যাকান্ডটি নিয়ে মাঠে নামেন তৎকালীন জেলা পুলিশ। ঘটনার ২৪ ঘন্টা পার হতে না হতেই হত্যাকান্ডের রহস্য উদঘাটন করে পুলিশ। মোবাইল ফোনের কল রেকর্ডের সূত্র ধরে দৌলতপুর উপজেলার শিতলাইপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে আটক করে নিহত সুন্দরী বেগমের ভাসুর আবু আফ্ফানের ছেলে জামিরুল ইসলামকে।

পরে তৎকালীন মেহেরপুর পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী নিজ কনফারেন্স রুমে সাংবাদিকদের সাথে ব্রিফ করেন এই হত্যাকান্ড নিয়ে। হত্যাকান্ডের রহস্য উদঘাটন করে তিনি বলেন, জমি বিক্রির টাকা লুট করতেই খুন করা হয় সুন্দরী বেগমকে। সুন্দরী বেগম একটি জমি বিক্রি করতে ক্রেতার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা বায়না নিয়েছিলেন। সেই টাকা ছিনতাই করতে একজন সহযোগীকে নিয়ে সুন্দরীকে হত্যা করেন ভাসুরের ছেলে জামিরুল ইসলাম। মামলাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলা হিসেবে আমলে নিয়ে রহস্য উদঘাটন করার জন্য জেলা গোয়েন্দা শাখাকে দায়িত্ব দেয়া হয়। জেলা গোয়েন্দা শাখার তৎকালিন ভারপ্রাপ্ত ওসি জুলফিকার আলীর তদন্তে জামিরুল ইসলামকে আটক করেন। আটকের পর তাকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে হত্যাকান্ডের কথা শিকার

করেন। পরে জামিরুলকে আদালতে নিলে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী দেন। এসময় তিনি সুন্দরী বেগম হত্যা ও জমি বিক্রির টাকা হাতিয়ে নেয়ার কথা স্বীকার করেন। সুন্দরী বেগমকে গলায় শাড়ি জড়িয়ে হত্যা করা হয়। এসময় স্বামী রুস্তম আলী বাঁধা দিলে কুড়াল দিয়ে তার ওপরও হামলা চালায় আসামিরা। দুজনই মারা গেছে ভেবে আসামিরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়।
এঘটনায় মটমুড়া গ্রামের রেজাউল হক বাদি হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলার নং ১১০/২০ তাং ২৯/০৫/২০২০ ইং। এই মামলায় জামিরুল ইসলাম এজাহার নামীয় দুই নম্বর আসামি।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম বলেন স্থানীয়দের দেওয়া খব পেয়ে বামন্দীর একটি আমবাগান থেকে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। সঠিকভাবে জ্ঞান ফিরলেই প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. মাসুদুর রহমান জানান, চেতনানাশক ঔষধ দিয়ে তাকে অজ্ঞান করা হয়েছে। ২৪ ঘণ্টা অবজারভেশনে রাখা হয়েছে।

আন্ত:জেলা মোবাইল চোর চক্রের তিন সদস্য গ্রেফতার, ৫৭ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার

মেহেরপুর শহরের এসআর টেলিকম নামের মোবাইল ফোনের দোকানে দু:স্বাহষিক চুরির ঘটনায় তিনজন আন্ত:জেলা মোবাইল চোরকে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এসময় তাদের কাছ থেকে ৫৭ টি চোরাই অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে।

এরা হলেন, চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া উপজেলার উকিলেরপাড়া গ্রামের সুলাইমান হোসেনের ছেলে মো: আব্দুল্লাহ আল মারুফ ওরফে জিল্লু (২৯) ও সাকিব হাসান মুরাদ (২৫) ও একই জেলার চন্দনাইস উপজেলার ব্রাম্মণপাড়া গ্রামের অজিত চক্রবর্তীর ছেলে লিটন

চক্রবর্তী (৩৬)।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলমের নেতৃত্বে উপপরিদর্শক (এসআই) নি: অরুন কুমার দাশ, এসআই (নি:) মনিরুজ্জামান মিলন, এসআই (নি:) আশরাফুল আলমসহ ডিবি পুলিশের একটি টিম তথ্য প্রযুক্তি ও সোর্সদের মাধ্যমে চোর সনাক্ত করে বিগত ৬ দিন যাবৎ কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে মোবাইল চোর চক্রের এই তিন সদস্যকে গ্রেফতার করেন।

আজ বুধবার (১৭ জুলাই) দুপুর ৩ টার দিকে স্থানীয় সাংবাদিকদের প্রেস ব্রিফিং করেন জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম জানান, একটি গোপন সুত্রমতে, জানতে পারি চট্টগ্রামের লোহাগাড়া থানার আমীরাবাদ এলাকায় আল আমিন সপিং কমপ্লেক্সের খাজা ডিসপ্লে গ্যালারী নামক একটি মোবাইল ফোনের দোকানে মেহেরপুর থেকে চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন রয়েছে। সে মোতাবেক গত ১৪ জুলাই দুপুর ২ টার সময় ওই দোকানে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে আব্দুল্লাহ আলম মারুফ জিল্লুর ও তার ভাই সাকিব হাসান মুরাদকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় ওই দোকান থেকে ৫৭ টি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। পরে আব্দুল্লাহ আল মারুফের দেওয়া তথ্যমতে চট্টগ্রামের কোতোয়ালী থানার এলাকায় অভিযান চালিয়ে লিটন চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর মেহেরপুর ডিবি কার্যালয়ে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করলে চুরির সাথে জড়িত অন্যান্য চোরদের নাম ঠিকানা প্রকাশ করেছে। তবে এখন সেটা যাচাই বাছাই করা হচ্ছে। তদন্তের স্বার্থে নাম ঠিকানা প্রকাশ করা যাবে না।

এদিকে আসামী তিন জনের মধ্যে জিল্লুর ও তার ভাই সাকিব হাসান মুরাদ আদালতের বিজ্ঞ বিচারকের কাছে মোবাইল চুরির ঘটনায় ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দী দিয়েছেন। এছাড়া অপর আসামি লিটন চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ড আবেদন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৭ জুলাই সকাল সাড়ে ৭ টা থেকে ৭ টা ৫৫ মিনিট পর্যন্ত মেহেরপুর শহরের মহিলা কলেজ মোড় এলাকার বাদল ফেন্সি মার্কেটের নিচ তলায় সাইদুর রহমান শাহিনের মালিকাধাীন এসআর

টেলিকমের সার্টারের তালা কেটে ৭/৮ জনের একদল চোর ভিতরে ঢুকে ২২০ টি অ্যন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন সেট যার আনুমানিক মুল্য ৩৫ লাখ টাকা ও ক্যাশ বাক্সে থাকা নগদ ৪ লাখ ১৫ হাজার টাকাসহ প্রায় ৩৯ লাখ ১৫ হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে যায়। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে ৭/৮ জনের চোরের দল ভিতরে ঢুকে লাগেজে মোবাইল ফোন ভরে নিয়ে যাচ্ছে। যাওয়ার সময় তারা দোকানের সার্টারে অন্য তালা ঝুলিয়ে দিচ্ছেন।

এ ঘটনায় ওই দোকানের ম্যানেজার আক্তারুজ্জামান বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ৭/৮ জনকে আসামি করে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। ধারা ৩৮০/৪৬০ পেনাল কোড, মামলা নং ১৭, তারিখ ৭/৭/২৪ ইং।

গাংনীতে নিখোঁজ এইচ.এসসি পরীক্ষার্থী উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পিরতলা গ্রামের নিখোঁজ এইসএসসি পরীক্ষার্থী আকাইদ ইসলাম আকাশকে (১৮) ফরিদপুর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৯ জুলাই) বিকালে ফরিদপুরের একটি স্থান থেকে সে নিজেই তার পরিবারের লোকজনের কাছে ফোন দিয়ে তার লোকেশন জানান। পরে আকাইদ ইসলামের পিতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তাকে নেওয়ার জন্য রওনা দিয়েছেন।

আকাইদ ইসলামের পিতা আমিনুল ইসলাম মোবাইল ফোনে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তবে আকাইদ ইসলামের পিতা আমিনুল ইসলামের কথাবার্তা অসংলগ্ন বলে মনে হয়েছে। তিনি জানান, ছেলেকে অজ্ঞান অবস্থায় রেল লাইনের ধারে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে তার জ্ঞান ফিরে এলে সে নিজেই আমাদের কল দিয়ে জানান। আমরা তাকে নিয়ে আসার জন্য পথেই আছি। তবে এখন হোটেলে খাওয়া দাওয়া করে ছেলের কাছে যাবো।

উল্লেখ্য, গত সোমবার বিকেলে বই কেনার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে

বামন্দীর উদ্দেশ্যে বের হয়ে আসেন। তারপর থেকে সে বাড়ি ফিরে আসেনি। আকাইদ ইসলাম (আকাশ) গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজ থেকে চলতি বছরে এইসএসসি পরীক্ষার্থী আকাইদ ইসলাম আকাশ(১৮)। এর আগে চারটি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। আজকে তার আইসিটি পরীক্ষা ছিল।

আকাইদ ইসলাম (আকাশ) গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের পীরতলা গ্রামের আমিনুল ইসলামের ছেলে। সে গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজের চলতি বছরের এইচএসসি পরীক্ষার্থী।

এব্যাপারে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম বলেন, খবরটি শোনার পর ওই বাড়িতে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। এছাড়া নিখোঁজের পরিবারের পক্ষ থেকে সাধারণ ডাইরি (জিডি) করেছে। তাকে ফরিদপুরে পাওয়া গেছে বলে পারিবারিকভাবে জানানো হয়েছে। তাকে নিয়ে এসে থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

মেহেরপুরে হারানো ৭৯ মোবাইল ফোন উদ্ধার করে দিল পুলিশ

মেহেরপুরে হারানো ৭৯টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট।

সেই সঙ্গে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ভুল নম্বরে চলে যাওয়া ৮১ হাজার টাকা উদ্ধার করে মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

আজ রবিবার (৯ জুন) বেলা সাড়ে ১২টায় মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কনফারেন্স রুমে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রকৃত মালিকদের কাছে মোবাইল ফোন ও টাকা হস্তান্তর করেন পুলিশ সুপার এস এম নাজমুল হক।

তিনি জানান, মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থান থেকে হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ৭৯টি মোবাইল ফোন ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ভুল নম্বরে চলে যাওয়া ৮১ হাজার টাকা উদ্ধার করে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট। হারানো মোবাইল এবং প্রতারণার শিকার হওয়া টাকা উদ্ধারের মাধ্যমে ভুক্তভোগীদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে সাইবার

ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল।

এর মধ্যে সদর থানায় ৬৮টি,গাংনী থানায় ০৮টি ও মুজিবনগর থানায় ০৩টি ফোন উদ্ধার করা হয়।

এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস্) মোঃ আহসান খানসহ পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে অভিযান চালিয়ে চাইনা দুয়ারি জাল উদ্ধার

মেহেরপুর ভৈরব নদে অভিযান চালিয়ে ৫০ টি চায়না দুয়ারী জাল উদ্ধার করে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৩ এপ্রিল) দুপুরের দিকে এই অভিযান চালানো হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাঝহারুল ইসলামের নেতৃত্বে ভৈরব নদে অভিযান চালিয়ে ৫০ টি চায়না দুয়ারী জাল উদ্ধার করেন। পরে জনসম্মুখে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।

আরো পড়ুন: মেহেরপুরে তীব্র তাপদাহে ঝরে পড়ছে আম-লিচুর গুটি

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাজহারুল ইসলাম বলেন, ভৈরব নদে জাল ফেলে অবৈধভাবে মাছ শিকার করছে এমন অভিযোগ পেয়ে ভৈরব নদ অভিযান চালিয়ে ৫০ টি চায়না দুয়ারী জাল উদ্ধার করা হয়। পরে সেগুলো আগুন দিয়ে পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়।

অভিযানে মেহেরপুর সদর উপজেলা সিনিয়র মৎস কর্মকতা মীর মোঃ জাকির হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে প্রবাসী স্বামীর সাথে মোবাইলে ঝগড়া, স্ত্রীর মরাদেহ উদ্ধার

মালেশিয়ান প্রবাসী স্বামীর সাথে মোবাইল ফোনে ঝগড়া করে বাড়ির পাশে আম গাছে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে তানিয়া খাতুন নামের এক গৃহবধু।

তানিয়া খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার সুবিদপুর গ্রামের মালয়েশিয়া প্রবাসী শামিম হোসেনের স্ত্রী। এক সন্তানের জননী। রবিবার (২১ এপ্রিল) সন্ধ্যার দিকে তাদের বাড়ির পাশের একটি আম গাছ থেকে তানিয়া খাতুনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, তানিয়া খাতুন মোবাইল ফোনে তার স্বামীর সাথে কথা বলার কিছুক্ষণ পর বাড়ির পাশের একটি আম গাছে তাকে ঝুলে থাকতে দেখে। পরে সদর থানা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশের একটি টিম সেখানে পুলিশ পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে। পরিবারের লোকজন জানান, মোবাইল ফোনের স্বামীর সাথে ঝগড়া করার পরপরই সে গলায় দড়ি দেয়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ (ওসি) কনি মিয়া এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এই ব্যাপারে একটি অপমৃত্য মামলা হয়েছে।পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন তার প্রবাসী স্বামীর সাথে মোবাইল ফোনে ঝগড়ার পর আত্মহত্যার পথ বেচে নেই সে।